Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 84 –95
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য ভাবনায় পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার : অধিকারের বিবর্তন ও তাঁর ভাবনার আইনি স্বীকৃতি

Equal rights of women in ancestral property in Bankimchandra's thought of Equality : Evolution of rights and legal recognition of his thought

জয়ন্ত ঘোষ
প্রাক্তন ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : jayantaghosh1501@gmail.com

Keyword
Bankim Chandra, Ancestral property, Equal rights, Inequality, Daughter, Women's rights, Retrospective effect, Court, Verdict, Legal recognition.

Abstract
From ancient times to modern times – just as the social status of neglected women in society has changed, so have the economic rights. The idea that the quality of life both of men and women need to be improved for the real progress of society – has become increasingly entrenched. Therefore, many initiatives have been taken to eliminate the discrimination between men and women in various fields. The Indian Constitution also mentions the establishment of equality by eliminating discrimination between men and women. Article 14 of the PART-III of the Indian Constitution provides for equality before the law and the right to equal protection under the law and Article 15 for the elimination of discrimination irrespective of caste, religion and gender.

Since ancient times, men have had rights to property, but women did not have. The idea was ingrained in society that women should live under men. However, with the evolution of time, women's rights to property have also been recognized. Women's rights to ancestral property have also been recognized. But it was not easy. In ancient times only unmarried daughters had rights to ancestral property, married or widowed daughters did not. In the Middle Ages unmarried daughters as well as married daughters were given life rights to ancestral property. Although women were given some rights to ancestral property in ancient and medieval times, they were not given equal rights as sons. For the first time in making modern India: Bankim Chandra Chattopadhyay, in his essay 'Equality', talked about eliminating the inequality between men and women in other fields as well as eliminating the inequality between men and women in ancestral property. Various laws are made in this regard. Finally, in 2005, The Hindu Succession Act (Amendment) established women's equal rights to ancestral property. However, due to the ambiguity of retrospective effect in the 2005

Act, cases were subsequently filed in various courts in India. Different courts had given different verdicts on this matter. However, this issue was resolved in the Supreme Court. In 2020, the Supreme Court resolved all these issues in a case verdict. Women's equal rights to ancestral property are legally recognized. Bankimchandra's idea also got legal recognition.

Discussion

> "সাম্যের গান গাই—
> আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
> বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[১]

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বের মহান সৃষ্টির অর্ধাংশ যদি নারী সৃষ্টি করে থাকে, তবে তার অর্ধাংশের স্বত্বাধিকারীও তারই হওয়া উচিত। এটা সম্ভব হলেই সাম্য নীতির সার্থকতা। বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছিলেন,

> "মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট – ইহাই সাম্যনীতি।"[২]

যে সাম্যের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের মহান ফরাসি বিপ্লবে, পরবর্তীকালে সেই সাম্যের আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সমাজ-অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ 'সাম্য'তে তৎসংক্রান্ত চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন,
"মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী।"[৩]
পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত উক্ত প্রবন্ধে তিনি নারী-পুরুষের মধ্যে যে সমস্ত বৈষম্যের উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি দূর করার অন্যতম উপায় হিসেবে নারীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, নারীর স্বাধীনতা, পুরুষের এক বিবাহের পাশাপাশি পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকারের কথাও বলেন।

গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য :

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল – সময়ের বিবর্তনে ভারতবর্ষে নারীর সামাজিক অবস্থানে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি সম্পত্তির উপর নারীর অধিকারেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অন্যের সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল হয়েই নারীকে জীবনধারণ করতে হবে – পূর্বের এই ধারণাকে ত্যাগ করে বর্তমানে সম্পত্তির উপর নারীর আইনি অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হল, বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখক তথা আধুনিক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে পৈতৃক সম্পত্তির উপর নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ভাবনার যে বীজ বপন করেছিলেন তা অঙ্কুরিত হয়ে কীভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আইনি স্বীকৃতি লাভ করে ও তাঁর ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটে তা তুলে ধরা।

আলোচনা :

সমাজ তথা দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজস্থ সকলের শ্রীবৃদ্ধি। কারণ,

> "সহস্র লোকের মধ্যে ন' শ' নিরানব্বই জনের যাতে শ্রীবৃদ্ধি নেই, তাকে কোনো মতেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি বলে গণ্য করা চলবে না।"[৪]

এক্ষেত্রে আমরা উপযোগিতাবাদের মূলকথা 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে কল্যাণসাধন' (The greatest good of the greatest number) স্মরণে রাখতে পারি। পাশ্চাত্য দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'Subjection of Women' গ্রন্থে বলেছিলেন, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যই মানবজাতির অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। তাই নারীকে যদি

তার আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে সেও পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে এগিয়ে যেতে পারবে। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, নারী জাতির উন্নতি ব্যতীত সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। সমাজের উন্নতির জন্যই নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে যে ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে সেগুলি দূর করে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছেন। এর মধ্যে তিনি পৈতৃক সম্পত্তিতে স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যেরও উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর কাছে নারীর মূল্য ছিল অপরিসীম। সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধে বলেছিলেন,

> "আমাদিগের প্রধান কথা এই যে, স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; কেন না, স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী-পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমাজ উন্নতিতে সমাজের উন্নতি।"[৫]

বঙ্কিম পূর্ববর্তী সময়েও কিছু চিন্তাবিদ সম্পত্তির উপর অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন – যার মাধ্যমে তাঁদের সাম্যভাবনা পরিস্ফুটিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে যে তিনজন সাম্যাবতারের উল্লেখ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শেষ সাম্যাবতার ছিলেন ফরাসি চিন্তাবিদ তথা দার্শনিক জাঁ জ্যাক রুসো। সাম্য সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন,

> "রুসোরও মূল কথা, সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান। সভ্যতার ফলে বৈষম্য জন্মে, কিন্তু বৈষম্য জন্মে বলিয়া, রুসো সভ্যতাকে মনুষ্যজাতির গুরুতর অমঙ্গল বিবেচনা করেন।"[৬]

তিনি মূলত দুই ধরনের অসাম্যের কথা বলেছিলেন –

> ক. স্বাভাবিক বৈষম্য– বয়স, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ইত্যাদি।
>
> খ. অস্বাভাবিক বৈষম্য– যা জন্ম নেয় কোন ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া বিশেষ অধিকার থেকে।

তবে দুই ধরনের অসাম্যের কথা বললেও রুসোর মূল কথা ছিল 'সাম্য'। তাঁর মতে,

> "বসুন্ধরা কাহারও নহেন; তৎপ্রসূত শস্য সকলেরই।"[৭]

তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Le Contract Social' –এ সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধেও মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

> "যেই মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, সেই মনুষ্যমাত্রের সমান – নৈসর্গিক প্রকৃতিতে সমান, এবং সম্পত্তির অধিকারত্বেও সমান। এই পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে প্রাকৃতিক অধিকার, ভিক্ষুকেরও সেই অধিকার। ভূমি সকলেরই – কাহারও নিজস্ব নহে।"[৮]

আবার সাম্যের তৃতীয় প্রস্তাবে স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা ছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের 'Subjection of Women' গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কে মিল যা কিছু বলেছিলেন তা সাম্যতত্বের-ই অন্তর্গত। মিলের মতে, উপার্জিত সম্পত্তিতে উপার্জনকর্তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে নিজের পরিশ্রম বা গুণে যা কিছু উপার্জন করেছে, তা অপর্যাপ্ত হলেও সে আজীবন ভোগ করতে পারে এবং সেই উপার্জিত সম্পত্তি সে স্বেচ্ছায় যে কাউকে দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই সম্পত্তি যদি তিনি কাউকে না দিয়ে যান তাহলে সেই সম্পত্তির উপর কেবল তার পুত্র অধিকারী নয়, সমাজের সকলেরই সমান অধিকার। মিলের এই মতকেও বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যাত্মক মত বলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তার মূলে সামাজিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটিও গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি মনে করতেন, অর্থগত বৈষম্যই সবচেয়ে গুরুতর বৈষম্য। তৎকালীন ভারতীয় সমাজে ধর্ম, কর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বর্ণব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির উৎপত্তি ঘটে যেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের দ্বারা শূদ্রের উপর সামাজিক, আর্থিক বঞ্চনা লক্ষ করা যায়। মূলত এই বিষয়টিকে যথাযথভাবে তুলে ধরাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মূল লক্ষ্য। সেই দিক থেকে তিনি বৈষম্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন। যথা –

ক. স্বাভাবিক বৈষম্য ও

খ. সামাজিক বৈষম্য।

স্বাভাবিক বৈষম্য প্রকৃতিগত হওয়ায় তিনি সেটাকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু সামাজিক বৈষম্য যথা – অর্থনৈতিক, বর্ণগত এবং লিঙ্গগত বৈষম্য মনুষ্যসৃষ্ট হওয়ায় তিনি সেটাকে মেনে নিতে পারেননি। প্রকৃতিগতভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু নারী-পুরুষের মধ্যে স্বভাবগত বৈষম্য থাকলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকবে – এই বিষয়টাকে বঙ্কিমচন্দ্র মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেছেন, এই বৈষম্যকে যদি স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হয়, তাহলে ইংরেজ ও বাঙালির মধ্যে অধিকারগত বৈষম্যকেও মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা তা করি না। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অধিকারগত বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি সামাজিক নিয়মের সংশোধনের কথা বলেছিলেন – যা সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বাধীনতার পর ভারতের সংবিধানেও নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে ১২-৩৫ নং অনুচ্ছেদে ভারতীয় নাগরিকদের যে ছয়টি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে সেখানে ১৪ নং অনুচ্ছেদে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' ও 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়া'র অধিকারসহ সাম্যের অধিকার এবং ১৫ নং অনুচ্ছেদে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান নির্বিশেষে ভেদাভেদ রোধ করার কথা বলা হয়েছে।

ভারতে সম্পত্তির উপর নারীর অধিকারের বিবর্তন – প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল :

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কন্যা সন্তানকে অভিশাপ বলে মনে করা হত। একমাত্র পিতা-মাতা ব্যতীত অন্য সকলে কন্যাকে উৎপাত বলে মনে করতো। সেই সময়ে নারীকে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। তাই নারী নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চলতে পারতো না। এই কারণে স্থাবর সম্পত্তির উপর নারীর অধিকারকেও স্বীকার করা হতো না। অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়েই নারী জীবনধারণ করবে – সমাজে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। মনুতে বলা হয়েছে – নারী বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্রের দ্বারা রক্ষিত হবে, অর্থাৎ সর্বদাই তাকে পুরুষের পদানত থাকতে হবে।[৯] অন্যদিকে বৈদিক সাহিত্য বিশেষত ঋগ্বেদ সংহিতাতেও নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তবে প্রাচীন ভারতে 'সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার' বিষয়ে বিভিন্ন মত লক্ষ করা যায়। যেমন –

> ১. এক সংহিতায় অত্রি বলেছেন – পিতার, ভ্রাতার বা পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তিতে কুমারীর অধিকার আছে। এই সম্পত্তি বিক্রি করার, বাঁধা দেওয়ার বা নিজের বলে ভোগ করার সম্পূর্ণ অধিকার তার ছিল।[১০]
>
> ২. মনু বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ ভাইয়েরা তাদের পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ থেকে এক চতুর্থাংশ তাদের অবিবাহিতা ভগ্নিকে দেবেন, না দিলে তাদের সর্বনাশ হবে।[১১]
>
> ৩. গৌতম বলেছিলেন, "অবিবাহিতা কন্যারা যদি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তাঁরা মায়ের মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।"[১২]
>
> ৪. 'বৌধায়ন ধর্মসূত্র' এবং তারও আগে 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' অনুসারে – 'স্ত্রিয়ো নিরিন্দবয়া আদায়াদীঃ' অর্থাৎ সাধারণভাবে নারীরা(বিশেষত বোনেরা) পারিবারিক সম্পত্তির ভাগে অনধিকারী।[১৩]
>
> ৫. আবার বিষ্ণু বলেছেন, অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি প্রথমে তার স্ত্রী, তারপর ভাই, তারপর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা পায়।[১৪]

তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রাচীনকালে যাঁরা পৈতৃক তথা পারিবারিক সম্পত্তির উপর কন্যাদের অধিকারের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই মূলত অবিবাহিতা কন্যার অধিকারের কথা বলেছিলেন। বিবাহিতা বা বিবাহবিচ্ছিন্না বা বিধবা কন্যাদের পৈতৃক সম্পত্তির উপর অধিকার সম্পর্কে তাঁরা কোনও আলোচনা করেননি।

প্রাচীনকালে সম্পত্তির উপর নারীর অধিকারের যে ধারা প্রচলিত ছিল তা মধ্যযুগে সামান্য পরিবর্তন ঘটলেও তা প্রায় অব্যাহতই ছিল। এই যুগে সম্পত্তির উপর নারীর অধিকারের বিষয়ে মনু ও যাজ্ঞবল্ক সবিস্তারে আলোচনা

করেছিলেন। আদি-মধ্যযুগে সম্পত্তির উচপর নারীদের অধিকার সম্পর্কে জানার জন্য মূলত দুটি গ্রন্থের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। যথা –

১. জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' এবং

২. বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা'।

তবে উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি ছাড়াও অপরার্কের লেখা 'যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মশাস্ত্র নিবন্ধ' এবং দেবন্নভট্ট – এর লেখা 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' গ্রন্থ থেকেও মধ্যযুগে সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার সম্পর্কে জানা যায়।

বাংলাদেশে সম্পত্তির উপর অধিকার নির্দিষ্ট করা হতো 'দায়ভাগ' আইন অনুযায়ী, অন্যদিকে 'মিতাক্ষরা' আইন প্রচলিত ছিল মাদ্রাজ, বেনারস, বোম্বাই, মিথিলাসহ ভারতবর্ষের বেশিরভাগ অংশে। 'দায়ভাগ' আইন অনুসারে, মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে যিনি পিণ্ড দানের অধিকারী একমাত্র তিনিই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী। এই আইনে তিন শ্রেণির উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে। যথা –

ক. সপিণ্ড - সপিণ্ড বলতে বোঝায়, যাকে পিণ্ড দেওয়া যায় ও যিনি পিণ্ডদান করেন তারা প্রত্যেকে পরস্পরের সপিণ্ড। এরা প্রথম শ্রেণির অর্থাৎ সবচেয়ে নিকটবর্তী উত্তরাধিকার। 'দায়ভাগ' মতে, সপিণ্ডের সংখ্যা ৫৩ জন, তবে ২০ জনের উপর কারও উত্তরাধিকারীত্ব কার্যকর হয় না। এদের মধ্যে ৫ জন মহিলা। যথা – স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী। এরা সম্পত্তিতে কেবলমাত্র জীবনস্বত্বের মালিক। অর্থাৎ, যতদিন বেঁচে থাকবেন কেবলমাত্র ততদিন ঐ সম্পত্তির উপর তাদের অধিকার থাকবে। তারা মারা যাওয়ার পর ঐ সম্পত্তি তারা যার কাছ থেকে পেয়েছেন তার অন্য উত্তরাধিকারীদের কাছে চলে যাবে। এই হিসেবে মেয়েরা বাবার সম্পত্তি পায় না।

খ. সাকুল্য - এরা দ্বিতীয় শ্রেণির দূরবর্তী উত্তরাধিকারী। এই শ্রেণিতে পড়ে পিতামহের ঊর্ধবতন তিন পুরুষের উত্তরাধিকারীরা।

গ. সমানোদক - এরা তৃতীয় শ্রেণির অনেক দূরবর্তী উত্তরাধিকারী। এই শ্রেণিতে পড়ে ঊর্ধবতন সাত পুরুষের উত্তরাধিকারীরা, যারা মৃতের শ্রাদ্ধে পিণ্ডজল প্রদান করতে পারে। এই শ্রেণিতেও মহিলাদের স্থান নেই।

যেহেতু 'দায়ভাগ' অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে পিণ্ডদানে অধিকারী ব্যক্তিরাই উত্তরাধিকারী হতে পারতো, সেই হিসেবে কন্যারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতো না। তবে কিছুক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যেত। দায়ভাগে বলা হয়েছে – পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও বিধবা স্ত্রীর অবর্তমানে কন্যা তার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে। যদিও সব কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতো না। এই প্রসঙ্গে দায়ভাগে বলা হয়েছে,

> "কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে, কারণ যদিও সে নিজে পিণ্ডদান করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে সে তাহার মাতামহকে পিণ্ডদান করিতে পারিবে। এইজন্য পুত্রহীনা বিধবা কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না।"[১৫]

তবে পুত্রহীনা বিধবা কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে না পারলেও স্বামীর অনুমতিক্রমে তার দত্তকপুত্র বা দত্তককন্যা উত্তরাধিকারী হতে পারতো। দায়ভাগে আরও বলা হয়েছে –

> "যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাঁহার এক উন্মাদগ্রস্ত পুত্র ও এক কন্যা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তি ঐ কন্যা পাইবেন।"[১৬]

তবে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ে 'দায়ভাগ' ও 'মিতাক্ষরা' আইনের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। দায়ভাগ আইন অনুযায়ী জীবনস্বত্বের শর্তে হলেও অবিবাহিতা কন্যার পাশাপাশি বিবাহিতা কন্যারাও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতো, কিন্তু মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র অবিবাহিতা কন্যারাই পিতার সম্পত্তি পেত। মিতাক্ষরায় বলা হয়েছে – পিণ্ডদানের অধিকার উত্তরাধিকার অধিকারের উৎস নয়। মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী অবিবাহিতা কন্যা পিতার সম্পত্তির ভাগ পেত, তবে পুত্রের ন্যায় সমান ভাগ পেত না। এই প্রসঙ্গে মিতাক্ষরাতে বলা হয়েছে,

> "পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ হইবার সময়ে অবিবাহিতা কন্যা পুত্রের অংশের এক-চতুর্থাংশ পাইয়া থাকে। যথা, যদি এক অবিবাহিতা কন্যা এবং এক পুত্র থাকে, তাহা হইলে কন্যার অংশ এইরূপ হইবে- কন্যা যদি পুত্র হইত তাহা হইলে সে ১/২ অংশ পাইত; তাহার ১/৪ অংশ, অর্থাৎ সম্পত্তির ১/৮ অংশ সে পাইবে; বাকি ৭/৮ অংশ পুত্র পাইবে।"[১৭]

আধুনিককালেও সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার নির্দিষ্ট করা হতো দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী। তাই পৈতৃক সম্পত্তিতেও নারীর যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার যে দাবি আধুনিক সময়ে জোরালো হয়ে ওঠে তা পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যেত না। এই বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে একটা অসাম্য বিরাজ করতো, যা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এই অসাম্যের কথা তিনি তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। যদিও এই অসাম্য ছাড়াও নারী-পুরুষের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে অসাম্যের কথাও তিনি 'সাম্য' প্রবন্ধে তুলে ধরেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই সমস্ত অসাম্য দূরীভূত হয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হোক। তবে আধুনিককালে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের আবেদন প্রথম উচ্চারিত হয় ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে, নারীবাদী লেখিকা মেরী ওলস্ট্যানক্রাফট –এর বিখ্যাত রচনা 'A Vindication of the Rights of Women' গ্রন্থে। এরপর ইংরেজ চিন্তাবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'Subjection of Women' গ্রন্থে এই বিষয়টিকে পুনরায় তুলে ধরেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার দশ বছর পর অর্থাৎ, ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তিতেও কন্যার সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করেন। তিনি নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যগুলি আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন সময়ে নারী-পুরুষের মধ্যে চার ধরনের বৈষম্য তুলে ধরেন, যেগুলি দূর করার জন্য সমাজে অনেক আন্দোলন হয়েছে। যেমন –

ক. শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য
খ. পুনরায় বিবাহ ক্ষেত্রে বৈষম্য
গ. যত্রতত্র যাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য
ঘ. বহুবিবাহে বৈষম্য।

তবে উপরোক্ত চারটি বৈষম্য ছাড়াও এই প্রবন্ধে তিনি নারী-পুরুষের মধ্যে আরও যে দু-একটি বৈষম্যের উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বৈষম্য। পিতার সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রাচীন বিধিগুলিকে তিনি অত্যন্ত ভয়ানক এবং শোচনীয় বলে মনে করেছিলেন। পুত্র ও কন্যার একই ঔরস ও গর্ভে জন্ম হলেও পুত্র পিতার সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ অধিকারী হবে আর কন্যা কিছুই পাবে না – এটাকে তিনি সমর্থন করেননি। তাই 'পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার' সম্পর্কিত প্রশ্নে হিন্দু শাস্ত্রে উল্লিখিত 'যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী' মতকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি এই মতকে অসঙ্গত ও অযথার্থ বলে এর যৌক্তিকতা নির্বাচনকেই অপ্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে - স্ত্রী যেহেতু স্বামীর ধনসম্পত্তির কর্ত্রী, তাই তার পিতার সম্পত্তিতে অধিকারিণী হওয়া নিষ্প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন –

১. "বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন?"[১৮]
২. "যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন?"[১৯]

যদিও তিনি এবিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চাননি। তিনি মূলত অন্যের দাসী (স্বামী, ছেলে বা যে কোন পুরুষের) হয়ে স্ত্রীর ধনবান হয়ে ওঠাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। নারীকে সম্পত্তির অধিকার থেকে দূরে রাখার প্রসঙ্গে যারা নারীর বৈষয়িক শিক্ষা না থাকার কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাদের সমালোচনা করেন আলোচ্য প্রবন্ধে। নারীর বৈষয়িক শিক্ষা না থাকার পিছনে তিনি মূলত পুরুষদেরই দায়ী করেছিলেন। 'সাম্য' প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি সেই সমস্ত পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন –

"তোমরা তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া বিষয়কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও।"[২০]

পৈতৃক সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন :

হিন্দু আইন অনুযায়ী সম্পত্তি দুই ধরনের। যথা –

১. পৈতৃক সম্পত্তি – পুত্র এবং কন্যা সমান অধিকারী।

২. স্ব-অর্জিত সম্পত্তি – পিতা পুত্র ও কন্যা যে কাউকে দিতে পারেন। কিন্তু সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে পিতার মৃত্যু হলে পুত্র ও কন্যা সমান ভাগ পাবে।

তবে সম্পত্তির উপর কে কতটা পরিমাণে উত্তরাধিকারী হবে তা বিবেচনা করার ক্ষেত্রে দুই ধরনের পরিস্থিতি রয়েছে। যেমন –

১. উইল বা টেস্টামেন্ট এবং

২. ইন্টেস্টেট উত্তরাধিকার আইন।

মৃত্যুর পূর্বে পিতা তাঁর সম্পত্তি বণ্টনের উইল করে যাক বা না যাক তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সেই সম্পত্তির উপর সমান অধিকারী। কিন্তু কন্যার বিবাহের পর যদি পিতা মারা যান এবং মারা যাওয়ার আগে তিনি দানপত্র বা পারিবারিক ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে নিজ ইচ্ছানুসারে কন্যাকে যতটুকু সম্পত্তি দেন কন্যা সেটুকুর-ই অধিকারী হন; আর যদি না দেন তাহলে কন্যা কোনও সম্পত্তি পান না। তবে কন্যা নিজেকে বঞ্চিত মনে করলে তাঁর আপত্তি জানানোর অধিকার থাকে। এক্ষেত্রে কন্যাকে অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য যাঁর বা যাঁদের নামে উইল করা হয়েছে পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে বা তাঁদের প্রবেট নিতে হয়। এক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট জুরিসডিকশন আদালতে গিয়ে সকল ভাই-বোন ও সম্ভাব্য উত্তরাধিকারিদের বাধ্যতামূলকভাবে আইনি নোটিস পাঠাতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে গিয়ে বঞ্চিত কন্যা উইলটির বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি দাখিল করতে এবং নিজের যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন।

ভারতে পৈতৃক সম্পত্তির উপর কন্যার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন আইন লক্ষ করা যায়। যেমন –

ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ :

- এই আইনের দ্বারা মূলত বাংলাদেশে বসবাসকারী খ্রিষ্টান ও পার্সিদের উত্তরাধিকার সংশ্লিষ্ট বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা বলা হয়।
- এই আইনের ২৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে কোনও পার্থক্য রাখা যাবে না।
- মূলত এই আইনের ৩১-৪৯ নং ধারায় মৃত খ্রিষ্টান ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোনও বৈষম্য না রাখার কথা বলা হয়েছে।
- ৫০-৬০ নং ধারায় মৃত পার্সি পুরুষের বিধবা স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে সমান অংশ পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হিন্দু নারীর সম্পত্তির অধিকার আইন, ১৯৩৭ :

- এই আইনে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ছয় জন উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে। যথা – পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী, মৃতের মৃত্যুর পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং মৃতের পূর্বে মৃত পুত্রের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী।
- এই আইনে সম্পত্তির উপর বিধবা নারীর অধিকারের কথা বলা হলেও পৈতৃক সম্পত্তির উপর কন্যার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২২ নভেম্বর অখিল চন্দ্র দত্ত আইনসভার সামনে একটি বিল উত্থাপন করেন, যাতে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকার সংজ্ঞায়িত করা যায়। কিন্তু উত্তরাধিকারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে টুকরো টুকরো আইন প্রণয়ন করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে – এই অজুহাতে বিলটি গ্রহণ করা হয়নি।[১১] এছাড়াও ১৯৫০ সালের বিতর্কিত হিন্দু কোড বিলে পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীকে অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তার বিরোধিতা করা হয়েছিল।

ইসলামে নারীর সম্পত্তির অধিকার :

ভারতে মুসলিমদের জন্য প্রচলিত শরিয়ত আইনেও সম্পত্তির উপর নারীর অধিকারকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। কোরানে বলা হয়েছে, পুরুষের ন্যায় নারীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। এখানে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায় কন্যার অধিকারকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যদিও কন্যাকে সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। ইসলামে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ রয়েছে পুত্রের অংশের অর্ধেক।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ :

রাও কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের জন্য পাস হয় অভিন্ন উত্তরাধিকার আইন 'The Hindu Succession Act'। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন সম্প্রদায়ের মানুষের উপর এই আইন কার্যকরী হবে বলে উল্লেখ করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হল –

- এই আইন প্রযোজ্য হবে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন সম্প্রদায়ের মানুষের উপর।
- হিন্দু আইন অনুযায়ী হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্যরাই কেবলমাত্র জন্মগতভাবে পৈতৃক সম্পত্তিতে আইনি অধিকার পেত। কিন্তু ১৯৫৬ সালের আইন অনুসারে বিবাহিতা কন্যারা আর হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য থাকতেন না। তাই পিতার সম্পত্তিতে তার কোনও অধিকারও থাকতো না।
- এই আইনের দ্বারা ভারতের সর্বত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে নারীর মালিকানা স্বীকৃত হলেও পৈতৃক সম্পত্তির উপর পুত্র-কন্যার সমানাধিকার স্বীকৃত হয়নি। অর্থাৎ, পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান করা হয়নি।
- এই আইনের ২৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে – অবিবাহিতা, স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত, স্বামীর থেকে পৃথক, বিধবা কন্যার পিতার বসত বাড়িতে অধিকার থাকবে।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (সংশোধিত), ২০০৫ :

১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনটিকে ২০০৫ সালে সংশোধন করা হয়। সংশোধিত এই আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি ছিল -

- এই আইনে পৈতৃক সম্পত্তির উপর লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়। আইনের ৬ নং ধারায় বলা হয়, পুত্রের ন্যায় কন্যারও পৈতৃক সম্পত্তিতে সমানাধিকার আছে। এই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না।
- ২০০৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের আগে কোনও পিতা মারা গেলে তার কন্যা এই সংশোধনীর কোনও সুবিধা পাবে না।
- ২০০৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের আগে জন্মগ্রহণ করা কন্যারাও পিতার সম্পত্তির অধিকার পাবে না।
- পিতার সম্পত্তি ২০০৪ সালের ২০ ডিসেম্বরের আগে ভাগ হয়ে গেলে কন্যার উত্তরাধিকার কার্যকর হবে না।

বিভিন্ন মামলা :

দিল্লি নিবাসী দেব দত্ত শর্মার একমাত্র কন্যা বিনীতা শর্মা পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক বাড়ির ভাগ চেয়ে দাদাদের আইনি নোটিস পাঠান। কিন্তু দুই দাদা ও মা ভাগ দিতে অস্বীকার করায় বিনীতা শর্মা আদালতের দ্বারস্থ হন। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি উচ্চ আদালতে শুরু হয় মামলা(সি এস – ২৬৭/২০০২, বিনীতা শর্মা বনাম রাকেশ শর্মা এবং অন্যান্য)। মামলা চলাকালীন ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাস হয়। কিন্তু ২০০২ সালে শুরু হওয়া মামলায় ২০০৫ সালের সংশোধিত আইন প্রযোজ্য হবে কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। তবুও প্রায় এক দশক মামলা চলার পর ২০১৩ সালের ২৯ অক্টোবর মাননীয় বিচারপতি এম. এল. মেহেতা রায় দেন যে, পিতার সম্পত্তিতে কন্যারও পূর্ণ অধিকার আছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হলেও সম্পূর্ণ নথি পেশ না করার জন্য আপিল কোর্ট মামলাটিকে নিম্ন আদালতে পাঠিয়ে দেন। কন্যা এজমালি সম্পত্তির অংশীদার নয় – এই কারণ দেখিয়ে দিল্লি উচ্চ আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন। তবে পুনরায় আপিল করা হয়। দিল্লি উচ্চ আদালত ২০১৮ সালের ১৫ই মে পুনরায় মামলাটি খারিজ করে জানায়, ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী কন্যা ওই বাড়ির উপর ভাগ চাইবার অধিকারী নয়। এছাড়া তার বাবা ১৯৯৯ সালে মারা যাওয়ায় ২০০৫ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার সংশোধনী আইন এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এরপর মামলাটিকে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। ২০১৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর বিচারপতি এ. কে. সিক্রি, বিচারপতি এ. ভূষণ এবং বিচারপতি এস. আব্দুল নাজির-কে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ জানায়, বিষয়টি নিয়ে সর্বোচ্চ আদালত-ই একমত হতে পারেনি। কারণ এর আগে এই বিষয়ে প্রকাশ বনাম ফুলবতী (2016/2 SCC 36) এবং দানাম্মা @ সুমন সুর্পুর বনাম অমর (2018/3 scc 343) দুটি পৃথক মামলায় দুটি পৃথক রায় দেওয়া হয়েছে। তাই এই বিষয়ের পাকাপাকি সমাধানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরুণ মিশ্র, বিচারপতি এস. আব্দুল নাজির এবং বিচারপতি এম. আর. শাহ-কে গঠিত হয় নতুন বেঞ্চ। ২০২০ সালে সুদীর্ঘ ১২১ পাতার রায়ে এই বেঞ্চ জানায়,

> "অবিভক্ত যৌথ পরিবারের সম্পত্তিতে মেয়েদের সারাজীবন সমান অধিকার রয়েছে।"[২২]

রায়ের আগে বিচারপতিরা জানান,

> "কন্যাসন্তান চিরকালই প্রিয় কন্যাসন্তান হয়েই থাকেন। মহিলার জন্ম যবেই হয়ে থাক ২০০৫ সালের সংশোধিত এই আইন অনুযায়ী সমস্ত মহিলার বাবার সম্পত্তিতে হিন্দু আইন অনুযায়ী অধিকার সমান।"[২৩]

বিচারপতি অরুণ মিশ্র রায় দিয়ে জানান,

> "একটা মেয়েই সারাজীবন বাবা-মায়ের আদরের মেয়ে হয়ে থাকেন। কিন্তু সম্পত্তির মালিক বেঁচে থাকুক আর না থাকুক, সেই সম্পত্তির উপর মেয়ের সারাজীবন অধিকার থাকবেই।"[২৪]

এছাড়া আদালত আরও জানায়,

> "যেহেতু শীর্ষ আদালত এই সংক্রান্ত বিভ্রান্তি কাটিয়ে দিল আজকের রায়ের মাধ্যমে, তাই সারা দেশে কন্যা সন্তানের আইনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যে সমস্ত মামলা রয়েছে, সেগুলির যেন দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়।"[২৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০০৫ সালের সংশোধিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমান অধিকারের কথা বলা হলেও 'রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট' নিয়ে একটা ধোঁয়াশা ছিল অর্থাৎ, ২০০৫ সালের আইন কার্যকর হওয়ার আগের মহিলারা এই আইনের সুবিধা পাবেন কিনা। এই 'রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট' নিয়ে বিভিন্ন মামলা হয় এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন রায় দানও করা হয়। যেমন –

- ২০১৬ সালে প্রকাশ বনাম ফুলবতী মামলার রায়ে বলা হয়েছিল যে, সংশোধনীর 'রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট' নেই। অর্থাৎ, সংশোধনীর নিয়ম সংশোধনী ঘোষণার আগের সময়ে কার্যকর হওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল।
- ২০১৮ সালে দানাম্মা @ সুমন সুর্পুর বনাম অমর মামলার রায়ে 'রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট'-কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই রায়ে বলা হয়, ২০০৫ সালের আগে কারও পিতা মারা গিয়ে থাকলেও তার সম্পত্তির উপর পুত্র ও কন্যা উভয়ের-ই সমান অধিকার আছে।

- ২০১৪ সালে এক মামলার রায়ে বোম্বে হাইকোর্ট জানায়, ২০০৫ সালে আইন সংশোধনের পর জন্মগ্রহণ করা মহিলারাই শুধুমাত্র পিতার সম্পত্তিতে সমান অধিকারী।
- দিল্লি, কর্ণাটক, ওড়িশা হাইকোর্ট জানায় - ২০০৫ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত মহিলা বেঁচে ছিলেন, শুধুমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই এই সংশোধিত আইন প্রযোজ্য।
- ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিল দাভে এবং বিচারপতি আদর্শ গোয়েলের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ২০০৫ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধনের আগে যদি কোনও পিতা মারা যান, তাহলে তাঁর কন্যারা পিতার সম্পত্তির ভাগ পাবেন না।

অবশেষে ২০২০ সালে সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী রায়ে উপরোক্ত বিভ্রান্তিগুলির নিরসন হয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায় সমান অধিকারের আইনি স্বীকৃতি লাভ করে কন্যারাও। অবসান ঘটে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার, অবহেলার। আইনি স্বীকৃতি পায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা।

সমাপ্তিসূচক মন্তব্য :

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ পূর্ববর্তী সময়ে কন্যাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব অবশ্যই পিতার, যে দায়িত্ব বিবাহের পরেও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় না। যদিও বিবাহ পরবর্তী জীবনে একটা মেয়ে তার স্বামীর দায়িত্বেই জীবন-যাপন করে। পিতা ও স্বামীর মধ্যে একটা মেয়ের দায়িত্ব গ্রহণের টানাপোড়েনের জন্যই হয়তো সমাজে পণপ্রথার মতো একটা ভয়াবহ সামাজিক প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পণপ্রথার আর্থিক কারণ সম্পর্কে মনে করা হতো যে, যেহেতু বিবাহের পর পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোনো অধিকার থাকতো না, তাই বিবাহের সময় তাকে কিছু সংস্থান করে দেওয়া। এছাড়াও মনে করা হতো, বিবাহের পর কন্যার সারাজীবনের দায়িত্ব যে পরিবার গ্রহণ করতে যাচ্ছে তাদের কিছুটা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়াও পিতার দায়িত্ব। রোমান আইনেও পণপ্রথাকে সমর্থন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "মেয়ে প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকে বাবা কখনো অব্যাহতি পায় না। মেয়েকে বিয়ে দেবার পরও সে দায়িত্ব বাবারই থাকে। কিন্তু দৈনন্দিন এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না বলে বিয়ের সময় মেয়ের জন্য এককালীন আর্থিক সংস্থান করে দিতে হয় – যাকে বলা হয় 'dos'।"[২৬] যদিও সময়ের সঙ্গে ভারতে পণপ্রথা আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে। **১৯৬১** সালে পণপ্রথা নিবারণ আইন পাস হয়েছে। তবুও দেখা যায় যে, ভারতীয় সমাজ থেকে এখনও পণপ্রথা পুরোপুরি লোপ পায়নি। পণ নেওয়ার ধরন বদলেছে মাত্র। আগে বিবাহের সময় পাত্রের বাড়ি থেকে সরাসরি পণ চাওয়া হতো; বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলা হয়, কন্যার বিবাহের সময় পিতা স্বেচ্ছায় কন্যাকে যা দেবেন তা কন্যার-ই থাকবে। অর্থাৎ, বর্তমান সময়ে কন্যাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেই পণ নেওয়া হয়। এই পণপ্রথার ভয়াবহতা দূর করার উদ্দেশ্যেই হয়তো পিতার সম্পত্তিতে কন্যার সমানাধিকারের দাবি ক্রমশ জোরালো হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে এই সংক্রান্ত আইনও পাশ হয়। স্বীকৃতি পায় পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের মতোই কন্যারও সমানাধিকার। পিতার সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে অবসান ঘটে লিঙ্গ বৈষম্যের। তবে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার সমানাধিকার আইনি স্বীকৃতি পেলেও বর্তমান সময়েও অনেক কন্যা-ই নিজেদের অধিকার ছেড়ে দেয়। তারা আইনি লড়াইয়েও যেতে চায় না। তারা মনে করে, পিতার সম্পত্তিতে তাদের সমানাধিকারের দাবি জানালে তাদের প্রতি ভাই-দাদাদের স্নেহ-ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অবনতি ঘটতে পারে সম্পর্কের। কারণ ভাইয়েরা তাদের বিবাহ দেওয়া, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন – উৎসব, সন্তানের জন্ম ইত্যাদিতে উপহার দিতে নৈতিকভাবেই আবদ্ধ থাকে। তবুও পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, আগে পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমানাধিকারের আইনি স্বীকৃতি না থাকায় অনেক মেয়েকেই হয়তো তার ভাইদের কাছে অবহেলা, লাঞ্ছনার শিকার হতে হতো। কিন্তু এই বিষয়টা আইনি স্বীকৃতি লাভ করায় সেগুলির অবসান ঘটবে বলেই আশা করা যায়। অন্তত এই বিষয়ে একটা মেয়ের কাছে আইনি লড়াইয়ের পথটা সুগম হবে, সেটা বলা যেতেই পারে।

তথ্যসূত্র :

১. নারী, সাম্যবাদী, নজরুল-রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফাল্গুন ১৪১৩, পৃ.৮৯
২. সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ.৩৯৯
৩. তদেব, পৃ.৩৯৯
৪. দে, নাড়ুগোপাল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাম্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.১৬
৫. প্রাচীনা ও নবীনা, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ.২৫০
৬. সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ.৩৮৬
৭. তদেব, পৃ.৩৮৬
৮. তদেব, পৃ.৩৮৬
৯. লিঙ্গ সম্পর্কঃ ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার
https://www.millioncontent.com/2022/03/blog-post_68.html
১০. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রবন্ধ সংগ্রহঃ *প্রাচীন ভারতে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার,* প্রথম খণ্ড, গা ঙ চি ল, কলকাতা, ২০০২, পৃ.১২০
১১. তদেব, পৃ.১২১
১২. তদেব, পৃ.১২১
১৩. তদেব, পৃ.১২১
১৪. তদেব, পৃ.১২৪
১৫. মিত্র, শ্রীবিভূতিভূষণ, হিন্দু আইন, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীইন্দুভূষণ মিত্র, কলিকাতা, ১৩৩৫, পৃ.৮৬
১৬. তদেব, পৃ.১০৪
১৭. তদেব, পৃ.১৫৪
১৮. সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ.৪০৪
১৯. তদেব, পৃ.৪০৪
২০. তদেব, পৃ.৪০৪
২১. Bama, R Sathiya, and Neela, N,(2014). "HINDU WOMEN'S RIGHT TO PROPERTY ACT 1937 – A STUDY", Shanlax International Journal of Arts, Science & Humanities, Vol.1, No.4
২২. পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার, EiSamay.Com, 15Aug 2020
https://eisamay.com/editorial/post-editorial/womens-right-in-fathers-property-in-india-analysis-by-smarajit-roy-choudhury/articleshow/77562982.cms
২৩. ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের, পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার মেয়েদেরও, EiSamay.Com, 11Aug 2020
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-property/articleshow/77485087.cms
২৪. তদেব
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-property/articleshow/77485087.cms
২৫. তদেব
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-property/articleshow/77485087.cms
২৬. গুপ্ত, মঞ্জরী, নারীর অধিকারঃ আইনে ও বাস্তবে, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা, ১৯৮৩,

পৃ. ৮৫

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ, আইন ও প্রতিবেদন :

১. বন্দোপাধ্যায়, গৌরমোহন, এবং বারিক, স্বপনকুমার, হিন্দু আইন, ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা, ১৯৮১
২. মুখোপাধ্যায়, তরুণ. বঙ্কিমচন্দ্র বিরচিত সাম্যঃ পুনর্ভাবনা, দিশারি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৭
৩. কাশ্যপ, সুভাষ সি, (অনুবাদ-পার্থ সরকার) আমাদের সংবিধান (Our Constitution), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি, ১৯৯৬
৪. THE SUCCESSION ACT, 1925
৫. HINDU SUCCESSION ACT, 1956
৬. THE HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) ACT, 2005
৭. The Hindu Women's Right to Property Act, 1937
৮. Towards Equality: Report on the Status of Women's in India, Ministry of Education and Social Welfare, Government of India, New Delhi, 1974
৯. JUDGMENT, CIVIL APPEAL NO. DIARY NO.32601 OF 2018, August11, 2020
১০. পোদ্দার, কমলেশ. বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তায় নারী-পুরুষ, Pratidhwani the Echo, VOL-VIII, ISSUE-II, October 2019
১১. মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার. পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পরিক্রমা, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪।

Webliography :

১. Daughters entitled to family property, rules Bombay High Court, The Hindu, August15, 2014
https://www.thehindu.com/news/national/daughters-entitled-to-family-property-rules-bombay-high-court/article6319295.ece
২. Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma; An Case Analysis
https://www.legalserviceindia.com/legal/article-4710-vineeta-sharma-v-rakesh-sharma-an-case-analysis.html
৩. মেয়েদের অধিকার, আনন্দবাজার অনলাইন, ৩১ডিসেম্বর, ২০১৫
https://www.anandabazar.com/personal-finance/legal-rights-of-property-that-women-must-know-1.274186
৪. https://dolil.com/hindu-succession/